www.with-allah.com/bn

আল্লাহ আমার রব

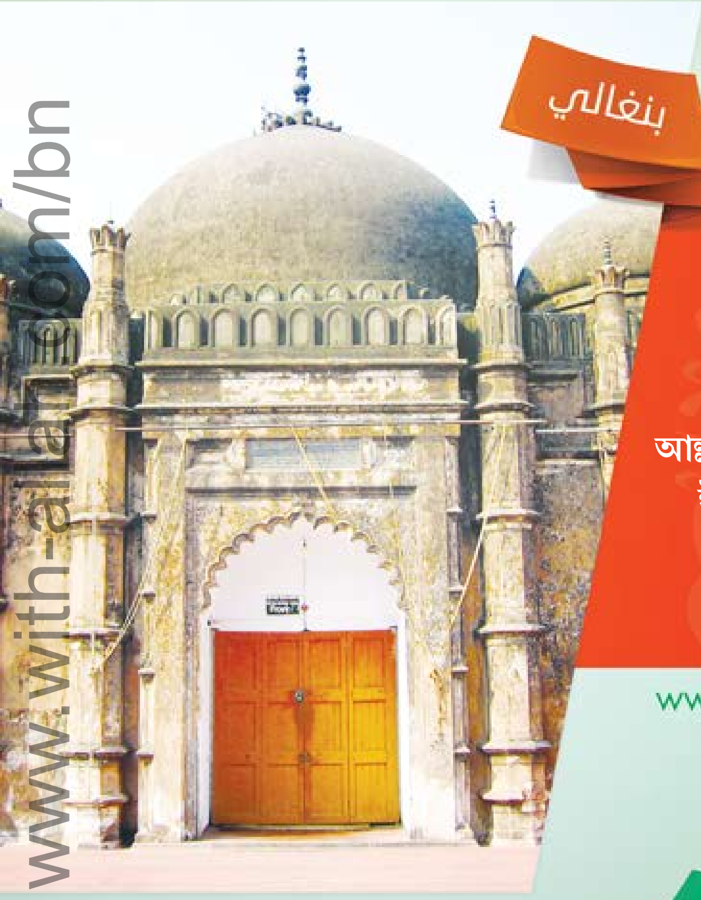

بنغالي

www.with-allah.com/bn

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনার উপকারিতা

www.with-allah.com

ড. মুহাম্মাদ সার্রার আল য়ামী
ড. আব্দুল্লাহ সালিম বাহুমাম

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহ্ তায়ালার নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনার ফলে বান্দার মাঝে যেসব প্রভাব ও উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়:

১। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে ওহীর উপরই শুধু নির্ভর করা: বান্দা যখন আল্লাহর গুনাবলী সম্পর্কে জানতে পারে তখন তার রব যে উদ্দেশ্যে তা বর্ণনা করেছেন, সেমতে বিশ্বাস করে এবং সে মর্ম অনুযায়ী তার রব এর পরিচয় লাভ করে। ফলে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভ করবে তার অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহকে যে যত বেশি জানে সে তাকে তত বেশি ভয় করে'।

২। ঈমানের বৃদ্ধিসাধন:

আল্লাহর সুমহান গুণাবলী ও সুন্দর নামসমূহের দ্বারা বান্দা আল্লাহর বড়ত্ব অনুভব করে, যার ফলে তার ঈমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সে আল্লাহর প্রতি বিনয় অবলম্বনের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: {যারা সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের সৎপথপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন।} [সূরা: মুহাম্মাদ, আয়াত:-১৭।]

৩। আল্লাহর স্মরণ:

যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছে সে তাঁকে ভালবাসে। আর যে আল্লাহকে ভালবাসবে সে তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে। কেননা তখন তার অন্তরে কেবল আল্লাহপ্রেমই রাজত্ব করে। একটা পর্যায়ে গিয়ে সে কাউকে ভালবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে আবার কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করলে আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করে।

৪। আল্লাহর প্রতি ভালবাসা: আল্লাহ তায়ালা বলেন: {আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী।} [সূরা: আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫।]

সুতরাং বান্দা যখন আল্লাহর গুণাবলীর বিশালতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি লাভ করবে তখন তার অন্তরাত্মা তার রবের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে ও তার প্রতি ঝুঁকে পড়বে। প্রতিপালকের সৌন্দর্য ও মহামর্যাদার কথা ভেবে সে আনন্দিত হবে। আর এ কারণেই বান্দা রহমানের কালাম তথা কুরআনের মাধ্যমে স্বাদ আস্বাদন করে থাকে। দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার আশা আকাঙ্খার সাথে সাথে তাকে ভয়ও করে।

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

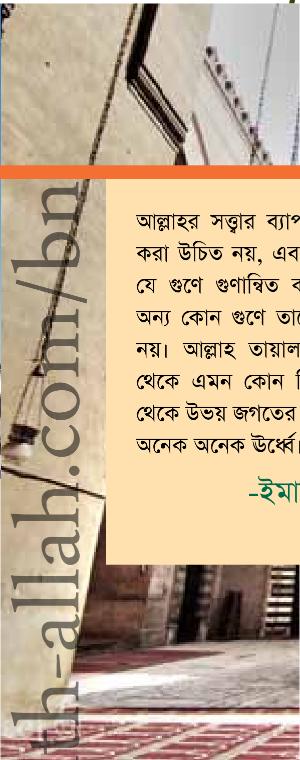

ফলশ্রুতিতে দেখা যাবে সে আল্লাহকে ভালবাসে এবং আল্লাহ যা ভালবাসে সে তা ভালবাসে, আল্লাহ যে ব্যক্তিকে ভালবাসে সেও সে ব্যক্তিকে ভালবাসে।

> আল্লাহর সত্ত্বার ব্যাপারে মনগড়া কোন মন্তব্য করা উচিত নয়, এবং আল্লাহ তায়ালা নিজেকে যে গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেগুলো ব্যতিত অন্য কোন গুণে তাকে গুণান্বিত করা সমিচীন নয়। আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে এমন কোন কিছু বলা উচিত নয় যার থেকে উভয় জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা অনেক অনেক উর্ধ্বে।
>
> -ইমাম আবু হানীফা রহ.।

৫। আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ:

যখনই আপনি আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারবেন, তখনই আপনার মাঝে আল্লাহর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা বেড়ে যাবে। আর ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়লেই আল্লাহর প্রতি আপনার লাজ বৃদ্ধি পাবে। আর তখন আল্লাহর নির্দেশের লাজে তাঁর সন্তষ্টির উদ্দেশ্যে আপনি আপনার অন্তপ্রত্যঙ্গ সমূহকে হেফাজতে রাখবেন।

বিনয়ে বিচূর্ণ হওয়া:

যেহেতু আপনি আল্লাহর মর্যাদা জানতে পেরেছেন, পাশাপাশি আপনার হীনতাও অনুমান করে নিন। যখন তাঁর শক্তিমত্তা জানতে পারলেন, সেই সাথে আপনার দূর্বলতাও জেনে নিন। যখন আপনি তাঁর মহান রাজত্ব সম্পর্কে অবগত হলেন, পাশাপাশি আপনার দারিদ্রতা ও মুখাপেক্ষীতার প্রতিও একটু চোখ বুলিয়ে নিন। যদি আপনি তাঁর গুন-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতা ও নাম সমূহের সৌন্দর্য অনুধাবন করে থাকেন, তবে সেই সাথে নিজের পূর্ণ আভাব ও সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে দেখুন। এগুলো সবই প্রমাণ করে যে, আপনি খুবই সাধারণ. তুচ্ছ ও কেবলই একজন গোলাম ও বান্দা।

অনুশীলনী ও পর্যালোচনা:

১। নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করুন।{[আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।}[সূরা: আল-আরাফ, আয়াত: ১৮০।]

২। 'আল্লাহ' তা'আলার সত্ত্বা এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত ইলম কেন সর্বোৎকৃষ্ট ইলম?

৩। আপনি কিভাবে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করবেন? উদাহরণত আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আল্লাহ তায়ালা 'গাফুর' ক্ষমাশীল।

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

খ. সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নামসমূহের প্রভাব:

https://www.with-allah.com/bn

আল্লাহর 'আসমাউল হুসনা' বা সুন্দর নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণসমূহের জ্ঞানার্জন করা মহোত্তম ও শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের অংশ। আল্লাহর প্রত্যেক নামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর নামসমূহের প্রশংসা ও পূর্ণতার গুণ রয়েছে। প্রত্যেক সিফাতের নিজস্ব দাবীও রয়েছে। প্রত্যেক কর্মের ক্রিয়া রয়েছে, যা কর্মের অপরিহার্য অংশ। আল্লাহর সত্তা তাঁর নাম থেকে, আর নাম গুণাবলী ও এর অর্থ থেকে, তাঁর গুণাবলী আনুষঙ্গিক কর্ম থেকে এবং তাঁর কর্ম অত্যাবশ্যকীয় প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। এ সবকিছুই তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রভাব।

আল্লাহর কর্মসমূহ প্রজ্ঞাময় ও কল্যাণজনক। তাঁর নামসমূহ সুন্দর। সুতরাং এগুলোর নিজস্ব কোন ক্রিয়া থাকবে না- এমনটি মনে করা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। একারণে যারা আল্লাহকে আদেশ, নিষেধ, সওয়াব ও শাস্তি প্রদান থেকে নিষ্ক্রিয় সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এরা আল্লাহর জন্য এমন কিছু বিষয় সাব্যস্ত করেছে যা তাঁর জন্য যথার্থ নয়। তিনি এসকল বিষয় থেকে পবিত্র। এমন সাব্যস্তকরণ একটি গর্হিত কাজ। যারা এমন কিছু সাব্যস্ত করেছে তারা আল্লাহর সম্মান যাথাযথ নিরূপণ করতে পারেনি। তাঁর মর্যাদা যথাযথ অনুধাবন করতে পারেনি। যেমনটি নবুওয়াত, রাসূল প্রেরণ ও কোরআন অবতরণকে যারা অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: {তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বললঃ আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি।} [সূরা: আল-আনআম, আয়াত: ৯১।]

পূণর্জীবন, সাওয়াব ও শাস্তিকে যারা অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: {তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে।} [সূরা: যুমার, আয়াত: ৬৭।]

আর যে আল্লাহর ব্যাপারে উক্তি করে যে, 'আল্লাহ পরস্পর বিপরীতমুখী দুই ব্যক্তি যথা পাপী ও পূর্ণবান, মুমিন ও কাফেরের সাথে একই আচরণ করবেন'- তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

{যারা দুস্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবী কত মন্দ।} [সূরা: আল-জাছিয়া, আয়াত: ২১।]

তিনি জানিয়েছেন, এটা মন্দ দাবী যা তাঁর শানে বেমানান। এমন দাবী আল্লাহর নাম ও গুণাবলীকে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর:

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: {তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?, অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।} [সূরা: আল-মু'মিনূন, আয়াত: ১১৫-১১৬]

আল্লাহর নাম ও গুনাবলী যেসব বিষয়কে খণ্ডন করে, সেরকম যেকোন ধারণা ও ভাবনা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

এর দৃষ্টান্ত কুরআনে অনেক রয়েছে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা নিজ নাম ও গুণাবলীর তাৎপর্যের বিপরীত দাবীকে প্রত্যাখ্যান কারেছন। কারণ এ জাতীয় দাবী আল্লাহর নিষ্কর্মতা প্রমাণ করে।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নাম আল-হামিদ, আল-মাজীদ (প্রশংসনীয়, গৌরবময়) এর দাবি হলোঃ মানুষকে নিরর্থক, অকেজো ও বৃথা ছেড়ে না দেয়া। বরং সে আদেশ নিষেধ প্রাপ্ত হবে এবং পুরস্কার ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। তদ্রুপ তাঁর নাম আল হাকীম (প্রজ্ঞাময়) এর দাবীও এটাই। একই কথা তাঁর অপর নাম আল মালিক (অধিপতি) প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।

আল্লাহর নাম আল-হাই (চিরঞ্জীব) এর দাবী হলোঃ অল্লাহ নিষ্ক্রিয় নন। জীবিত হওয়া প্রমাণ করে যে তিনি কর্মমুখর। প্রতিটি জীব কর্মসম্পদন করে। এটা তাঁর স্রষ্টা হওয়া ও স্থায়ী হওয়াকেও প্রমাণ করে। আল্লাহর নাম 'আস-সামী ও আল-

https://www.with-allah.com/bn

বাছীর'-এর দাবী হলোঃ তিনি সবকিছু শুনেন এবং দেখেন। তাঁর 'আল-খালিক' নামটি প্রমাণ করে যে সবকিছুই তাঁর সৃষ্ট। 'আর-রাজ্জাক' নামটিও এ বিষয়টি প্রমাণ করে। আল্লাহর 'আল-মালিক' নাম তাঁর রাজত্ব, পরিচালনা, দেয়া না দেয়া, দয়া করা, ইনসাফ কায়েম করা, সাওয়াব ও শাস্তি দেয়া তাঁর হস্তগত এ বিষয়টি প্রমাণ করে। তাঁর নাম 'আল-বার, আল-মুহসিন, আল-মু'তী, আল-মান্নান'ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার কর্ম ও প্রভাব প্রমাণ করে।

'আল-গাফফার, আত-তাউয়াব, আল-আফউ' (পরম ক্ষমাশীল, তওবার তৌফিকদাতা, ক্ষমাপরায়ণ) নামসমূহে অনিবার্য ভাবেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে অপরাধ ক্ষমা করা, তওবা কবুল করা, মার্জনা করা ইত্যাদি। তাঁর নাম 'আল-হাকীম' তিনি সর্ব বিষয়ের নির্দেশদাতা হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে। এই নামগুলোর তেমনই দাবি ও প্রভাব রয়েছে যেমন আল-খালিক, আল-রাজ্জাক, আল-মুতী', আল-মামনু' ইত্যাদি নামের রয়েছে। এই সব নামই সুন্দরতম।

মহান প্রতিপালক আপন সত্তা, গুণাবলী ও নামসমূহকে ভালবাসেন। তিনি ক্ষমাশীল, মার্জনা ও ক্ষমাকে ভালবাসেন। বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তওবা করে তিনি অত্যন্ত খুশী হন। তার প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করেন, তার তওবা কবুল করেন, তার গুনাহ মার্জনা করেন।

আল্লাহ তায়ালা আল-হামীদ, আল-মাজীদ (প্রশংসিত, গৌরবময়)। আর স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রশংসা ও গৌরব এ দুই গুণেরও প্রভাব- প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এ দুই গুণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, গুনাহ মাফ করা, স্খলন থেকে নিষ্কৃতি দেয়া, অপরাধ মার্জনা করা ও পাপ থেকে মুক্তি দেয়া। তিনি হক আদায় করতে পূর্ণ সক্ষম। তিনি মানুষের অপরাধ ও শাস্তির পরিমাণ জানেন। জানার পরও তিনি সহনশীলতা প্রদর্শন করেন। শাস্তি দিতে সক্ষম হয়েও তিনি ক্ষমা করেন। তাঁর সম্মানের পূর্ণতা ও প্রজ্ঞার কারণেই তিনি ক্ষমা করেন। যেমনটি ঈসা আ.-এর কণ্ঠে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: {যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।} [সূরা: আল মায়িদাহ, আয়াত: ১১৮।]

অর্থাৎ আপনার ক্ষমা যা পূর্ণ ক্ষমতা এবং প্রাজ্ঞতা প্রসূত হয়ে থাকে। আপনি তার মত নন যে অপারগ হয়ে ক্ষমা করে আর অজ্ঞতাহেতু দয়া করে। বরং আপনি আপনার হক সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত, তা আদায় করতে পূর্ণ সক্ষম এবং তা গ্রহণের ব্যাপারে বিজ্ঞ।

সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বময় আল্লাহর নামের প্রভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে-বান্দার কৃত অপরাধসমূহ ও তার ফলে প্রদত্ত শাস্তি আল্লাহর নাম-গুন ও কর্মের পূর্ণতারই অংশ। আর এসব নাম ও গুন সর্বদাই তার প্রশংসা ও মহত্বের দাবি রাখে।

সুতরাং তিনি যা নির্ধারণ এবং ফয়সালা করেন তা পূর্ণ প্রাজ্ঞতা থেকে ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীর আলোকেই করে থাকেন। যেমন বান্দাদেরকে তাঁর নাম ও গুণাবলীর সঙ্গে পরিচিত করা, তাঁকে মুহব্বত করা, তাঁকে স্মরণ করা, এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। তিনি সব কিছুর ফায়সালা ও নির্ধারণের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, বান্দা যেন আল্লাহর গুনবাচক নাম সমূহের প্রতি প্রশ্নাতীত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। কেননা সব নামই প্রশ্নাতীত। আর আল্লাহর পরিপূর্ণ বান্দা হলো সে, যে ব্যক্তি (আল্লাহর) সমস্ত নাম ও গুণাবলীর আলোকে তাঁর উপাসনা করে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: {আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক।} [সূরা: আল-আ’রাফ, আয়াত: ১৮০।]

সুন্দরতম নাম নিয়ে দোয়া করার উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজন, প্রশংসা ও উপসনাকে কেন্দ্র করে তাকে ডাকা। তিনি এমন সত্তা যিনি তাঁর বান্দাদেরকে

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

তাঁর নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার প্রতি আহ্বান করেন এবং এসব নাম ও গুনাবলীর দ্বারা যেন তারা তাঁর প্রসংশা করে।

তিনি এমন পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর নাম ও গুণাবলীর সারমর্ম ও যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে, তাকে ভালবাসেন। যেমনঃ তিনি জ্ঞানী, তিনি প্রত্যেক জ্ঞানীকে ভালবাসেন। তিনি দানশীল, সকল দানশীলকে ভালবাসেন। তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে পছন্দ করেন। তিনি সুন্দর, সুন্দরকে ভালবাসেন; মার্জনাকারী, মার্জনা এবং এ গুণের অধিকারীকে ভালবাসেন। লজ্জাশীল , লজ্জা ও এই গুণের অধিকারীকে ভালবাসেন; কল্যাণকামী, তিনি কল্যাণকামীকে ভালবাসেন; কৃতজ্ঞশীল, তিনি কৃতজ্ঞশীলকে ভালবাসেন; তিনি ধৈর্যশীল, ধৈর্যশীলকে ভালবাসেন। তাওবা, ক্ষমা, মার্জনা গুণের অধিকারীকে এবং যে অন্যের ভুলবিচ্যুতি উপেক্ষা করে তাকে তিনি ভালবাসেন, তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং তার তাওবা কবুল করেন। তাকে মার্জনা করেন এবং তার (ভুল) উপেক্ষা করেন।

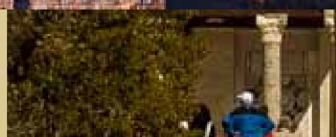

https://www.with-allah.com/bn

https://www.with-allah.com/bn

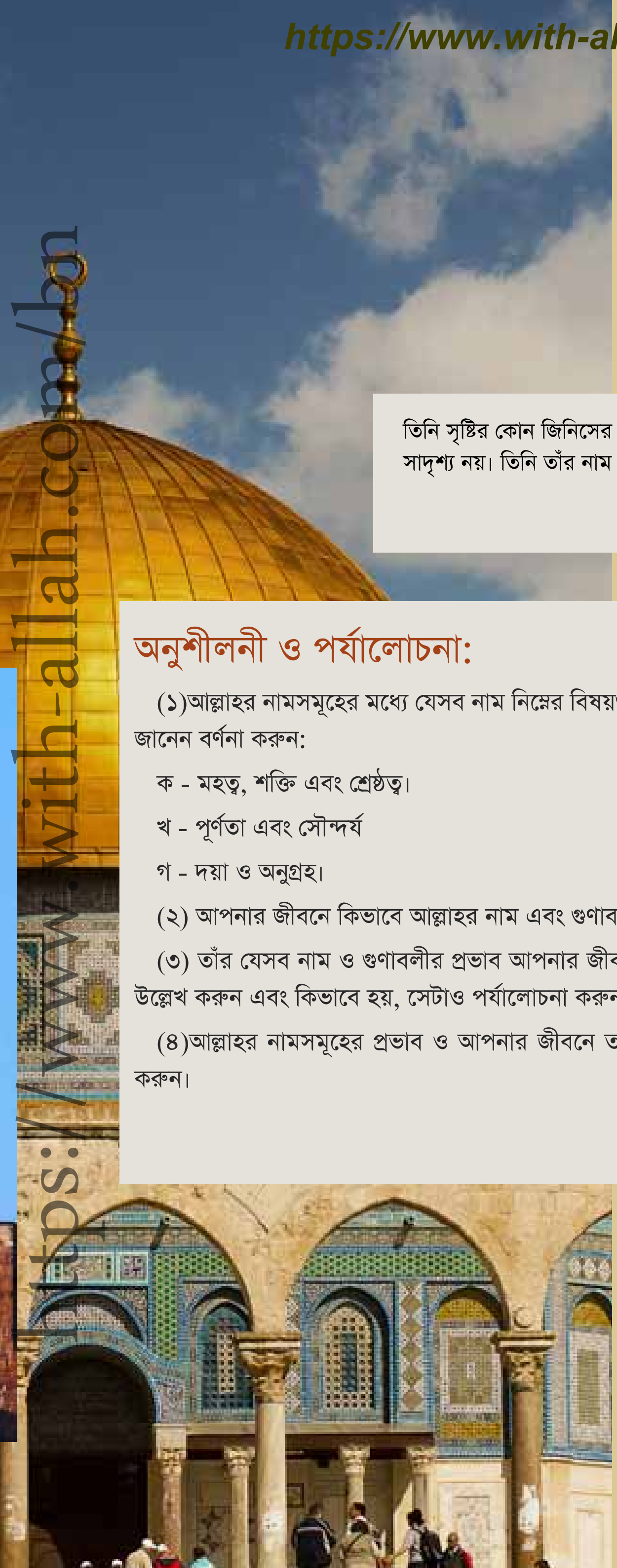

তিনি সৃষ্টির কোন জিনিসের সাদৃশ্য গ্রহণ করেন নি, আর সৃষ্টির কোনকিছুও তার সাদৃশ্য নয়। তিনি তাঁর নাম এবং গুণাবলীসহ সর্বদা ছিলেন এবং থাকবেন।

-ইমাম আবু হানীফা।

অনুশীলনী ও পর্যালোচনা:

(১)আল্লাহর নামসমূহের মধ্যে যেসব নাম নিম্নের বিষয়গুলোকে প্রমাণ করে, সেসব নাম সম্পর্কে যা জানেন বর্ণনা করুন:

ক - মহত্ব, শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব।

খ - পূর্ণতা এবং সৌন্দর্য

গ - দয়া ও অনুগ্রহ।

(২) আপনার জীবনে কিভাবে আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর প্রভাব প্রকাশ পায়?

(৩) তাঁর যেসব নাম ও গুণাবলীর প্রভাব আপনার জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়, সেগুলো উল্লেখ করুন এবং কিভাবে হয়, সেটাও পর্যালোচনা করুন।

(৪)আল্লাহর নামসমূহের প্রভাব ও আপনার জীবনে তার দৃশ্যমান উপস্থিতির কোন একটি উল্লেখ করুন।

https://www.with-allah.com/bn